দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে প্রদর্শন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়। বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের অংশগ্রহণে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

মঙ্গলবার ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা পরিষদ চত্বর, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সকাল ৮টায় উপজেলার নাটুদাহ আটকবর স্মৃতিসৌধে প্রতিবারের মতো এবারও গভীর শ্রদ্ধায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ৯টায় উপজেলার মিনি স্টেডিয়াম মাঠে জাতীয় সংগীতের তালে তালে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শান্তির প্রতীক কবুতর অবমুক্ত করা হয়। এরপর পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, বিএনসিসি, গার্লস গাইড, স্কাউটস এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের অংশগ্রহণে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বিজয়ের তাৎপর্য এবং স্বাধীনতার চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

দুপুর ১টায় মিনি স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে বাদ জোহর নামাজের পর বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়া মাহফিল, প্রার্থনা ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত

হয়।
বেলা ৩টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে তিনদিনব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ বিজয় মেলার (চারু কারু ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্পপণ্য) উদ্বোধন করা হয়। এদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বিকাল সাড়ে ৪টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করা হয়। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

দিনব্যাপী এসব কর্মসূচিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবাইদুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সর্বস্তরের জনগণ।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে দামুড়হুদা উপজেলায় প্রতি বছরই বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে।

আলমডাঙ্গায় তিনদিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী বিজয় মেলার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা মঞ্চে এই বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, নারী উদ্যোক্তা হেলেনা আক্তার কামনাসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তা তাদের স্টলে খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করছেন। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্ট গ্যালাক্সি, সিস্টার কর্নার, ন্যাচারাল ফুড সার্ভিস, তাজবীদ মাটি, প্রয়োজন ডটকম, পিয়াঙ্কা শপ, পাখির বাসা, মাহেরা হোম ডেকর, লেডিস পয়েন্ট, বিভা ট্রেলার্স, ভেলপুরি অ্যান্ড ফুচকা হাউজ, লামিয়া থ্রি-পিস হাউজ, মি. কেক অ্যান্ড জেরিন কেক কর্নার, ফ্যামিলি মেলা, মাছওয়ালী তালহা, নাজনীন পিঠা-পুলি, শাম্মি নকশী নীড়, প্রান্তি আউটফিট, সুবর্ণলতা ঘরের খাবার, ফ্যাশন পার্ক, প্রিয়ার্স কিচেন, জান্নাতুল কুশিঘর, স্বপ্নবাড়ি, ড্রিম কেক হাউজ, রাহান ট্র্যাডিশনাল কিচেন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থা।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, মহান বিজয় দিবসের এই আনন্দঘন বিজয় মেলা তিনদিনব্যাপী চলবে। মেলার আয়োজনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আনন্দ ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ ঘটবে।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আলোচনা সভা

“তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের একত্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে শহীদ আলাউল ইসলাম অ্যাসোসিয়েশন হলে এই সভা হয়।

এ আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী চুয়াডাঙ্গা, জেলা শিল্পী কল্যাণ পরিষদ চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পর্ষদ, প্রগতি লেখক সংঘ চুয়াডাঙ্গা এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র- চর্চায়ন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিরন-উর-রশিদ শান্ত ও চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পরিষদের পরিচালক মনোয়ারা খুশি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও দর্শনা সরকারি কলেজ সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.মুন্সী আবু সাইফ, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি নজির আহমেদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাজল মাহমুদ, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র-চর্চায়নের কার্যকরী পরিচালক পিন্টু রহমান, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি হাবিবি জহির রায়হান প্রমুখ।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এসিল্যান্ড তাসফিকুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা

দামুড়হুদা যেন এক জনবান্ধব, কর্মদক্ষ ও মানবিক এসিল্যান্ডকে হারালো। বদলিজনিত কারণে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় উপজেলা সহকারী কমিশনারের কার্যালয়ে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই দামুড়হুদা উপজেলায় যোগদান করেন। তিনি প্রশাসনের ৩৮তম বিসিএস ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। অল্প সময়ের কর্মকালেই তিনি সততা, দক্ষতা ও জনবান্ধব আচরণের মাধ্যমে উপজেলার সর্বস্তরের মানুষের আস্থা অর্জন করেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কেবল একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নয়, বরং সাধারণ মানুষের একজন আপন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সততা, আন্তরিকতা ও নিরলস পরিশ্রমে বদলে যায় উপজেলা ভূমি অফিসের চিরচেনা চিত্র। তাঁর কর্মকালীন সময়ে ভূমি অফিসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০ হাজারেরও বেশি জমির খারিজ সম্পন্ন করেন এবং প্রায় ৭ শতাধিক মিসকেস নিষ্পত্তি করেন। পাশাপাশি তিনি অসংখ্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ভূমি-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও সেবামুখী ভূমি অফিস গড়ে তুলতে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

বিদায় সংবর্ধনায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান একজন ব্যতিক্রমধর্মী ও মানবিক কর্মকর্তা ছিলেন। সাধারণ মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য। তাঁর অদম্য কর্মদক্ষতা ও আন্তরিকতায় তিনি দামুড়হুদা উপজেলার সব শ্রেণি-পেশার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

বিদায় বক্তব্যে কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান বলেন, দামুড়হুদা আমার কর্মজীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এখানকার মানুষ আমাকে যে

ভালোবাসা ও সহযোগিতা দিয়েছেন, তা আমি আজীবন মনে রাখব। আপনাদের সবাইকে আমি খুব মিস করব। আমার ও আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন।

সংবর্ধনা শেষে তাঁর সুস্বাস্থ্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও কর্মজীবনে সাফল্য কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। বিদায়ের মুহূর্তে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং অনেকের চোখে অশ্রু ঝরে পড়ে।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একজন দক্ষ, সৎ ও জনবান্ধব কর্মকর্তা হিসেবে কে. এইচ. তাসফিকুর রহমানের অবদান দীর্ঘদিন এ উপজেলায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য তাছির আহমেদ, হাবিবুর রহমান হবি, মেহেদী হাসান, আরিফুল ইসলাম মিলন এবং সদস্য আব্দুল খালেক, শেখ হাতেম, জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মোঃ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোঃ নাসীর উদ্দিনকে কলেজ থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে আজও ওই তিনজন শিক্ষক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের স্মরণে আজ শনিবার দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান এবং গীতা পাঠ করেন অন্তর। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে পরাজিত শত্রুরা এ দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের সূর্যসন্তানদের বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষককেও কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, বিএনপি সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকন, দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমির সাইকুল ইসলাম অপু এবং বিএনপির অন্যতম নেতা খন্দকার আব্দুল মুন্নাফ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, ছাত্রশিবিরের সভাপতি হামজা ফরাজি, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুকুল হোসেন।

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে দামুড়হুদায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপজেলা

পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলেও মত প্রকাশ করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পরে অনুষ্ঠান শুরু করা হলেও হাতে গোনা মাত্র ৬/৭ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মশিউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলীমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাদ দিলে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠান হয়তো শুরু করাই সম্ভব হতো না। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ।

সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে জাতিকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আদর্শ ও দেশপ্রেম নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

আলোচনা সভায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয় এবং তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সবাই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা মামুনুর রশিদ।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় বণিক সমিতির কার্যালয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ-পূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন। সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বণিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রফিকুল আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গির আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু। বক্তারা সমিতির সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক উন্নয়ন, জনসেবামূলক কাজ ও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রফিকুল আলম, যুগ্ম সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গির আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু, ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল, দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন, নির্বাহী সদস্য জয়নাল আবেদীন ক্যাপ, হাজী রফিকুল আলম, মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, ফারুক আলী, কাবলু মিয়া, তোতা মিয়া, রতন আলী এবং আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বণিক সমিতির সদস্য হামিদুল ইসলাম আজম প্রমুখ।

সভায় প্রায় সাড়ে তিন শত শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়।

হাদীর হত্যাচেষ্টা ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদীর ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে দর্শনা রেলবাজার মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দর্শনা প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক (চুয়াডাঙ্গা জেলা) আবিদ হাসান রিফাত, সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব তন্ময় হাসান, তৌহিদ, সাবেক আহ্বায়ক (দামুড়হুদা উপজেলা) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আজহারুল ইসলাম সোহান, সাবেক আহ্বায়ক (দামুড়হুদা উপজেলা) সোহেল পারভেজ, জীবননগর উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ও জেলা এসসিপির সদস্য জুবায়ের হোসেন, শান্ত, অনিক, রাতুল, রাকিব, চিকু, তুহিন, রাজুসহ আরও অনেকে।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা বলেন, হামলাকারীদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আল্টিমেটাম দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা বলেন, ওসমান হাদীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই তাকে টার্গেট করে গুলি করা হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের অন্যতম শক্তি ওসমান হাদীর ওপর এই হামলা সন্ত্রাসীদের সুপরিকল্পিত কাজ।

তারা আরও বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হাদীর ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় জুলাই যোদ্ধারা চুপ করে বসে থাকবে না, আবারও মাঠে নামবে। প্রয়োজনে আরও একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটবে।
বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গার চিৎলায় গলায় ফাঁস দিয়ে একজনের আত্মহত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামের মরজেম আলি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় চিৎলা সরকারি কবরস্থানের পাশে মুচিপাড়ার মাঠের মধ্যে এক নির্জন স্থানে এই ঘটনাটি ঘটে।

গ্রামবাসী সুত্রে জানা গেছে, চিৎলা গ্রামের শুকুর আলির মেয়েকে বিবাহ করে দীর্ঘদিন ধরে ঘরজামাই হিসেবে মরজেম আলি বসবাস করছিলেন। তিন কন্যা সন্তানের পিতা এই মরজেম আলি পারিবারিক কলহের জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ মরজেমের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৫৯৭তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ।

গত ৯ই ডিসেম্বর নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু দিবস স্মরণে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, আব্বাস উদ্দিন, লতিফা রহমান বনলতা, ফুয়াদ আল মুকতাদির, মর্জিনা খাতুন, চিত্ত রঞ্জন শাহা চিতু, খালেকুজ্জামান, হুমায়ুন কবীর, মো: আবু নাসিফ খলিল, মিম্মা সুলতানা মিতা।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন, ইকবাল আতাহার তাজ, হুমায়ুন কবীর, গোলাম কবীর মুকুল ও আবু নাসিফ খলিল।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, রাবেয়া খাতুন রাবু। পরিশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ‘পদধ্বনি’ আসরের ১৫৯৭তম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।